দৈনিক খবর

তারিখ 13 OCT 1991

পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

117

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি

ক্যাম্পাস পরিস্থিতি ভয়াবহ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে সন্ত্রাস বন্ধ, আইন-শৃংখলা রক্ষা ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সরকারের প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আহবান জানিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কয়েকদিন ধরে সন্ত্রাসী তৎপরতা চলার পর প্রতিদ্বন্দ্বীদের পর্যুদস্ত করার জন্য ১১ই অক্টোবর দুই দলের মধ্যে গোলাগুলীর ফলে পুরো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবে অনেক শিক্ষক গভীর রাত পর্যন্ত আটকা পড়েন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই নাজুক অবস্থার স্থায়ী সমাধানের জন্য সরকার ও বিরোধী দলের প্রতি দাবী জানিয়ে বলা হয়, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য শিক্ষকরা বারংবার সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দাবী করে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই অশুভ অবস্থার উন্নতি হয়নি। বরং প্রতিদিনই দু'একটি ছোট-খাট সংঘর্ষ ঘটছে এবং হলে হলে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ছাত্ররা নির্যাতনের শিকার হয়। এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হল ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষেও প্রায় অবসম্ভব হয়ে পড়েছে। এটা অত্যন্ত স্পস্ট যে, বিভিন্ন ছাত্রাবাসে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে এবং এই জীবন বিধ্বংসী মরণাস্ত্রগুলো উদ্ধার করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ

শেষ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীরা মোহসীন হল, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং ইউভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল এলাকা থেকে গুলীবর্ষণ করে। এসময় জহুরুল হক হল এলাকা থেকেও কয়েক রাউন্ড পাল্টা গুলীর শব্দ শোনা গেছে।

উল্লেখ্য, ছাত্রলীগের (আ-অ) ৬৩ ও ৬৪ নং ওয়ার্ড সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল জহুরুল হক হলের উত্তর দিকের প্রধান সড়ক সংলগ্ন এলাকায়।

ছাত্রদল কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গুলীবর্ষণ করলে ছাত্রলীগ (আ-অ) কর্মীরা সংঘর্ষের আশংকা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাবের শিক্ষকদের কাছে তাঁদের চলে যাবার জন্য অনুরোধ করে। যাতে তারা সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে নিরাপত্তাহীনতায় ক্লাবের মধ্যে আটকে না পড়েন।

অপরদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গতকাল দুপুরে ছাত্রদলের সশস্ত্র কর্মীদের মোটর সাইকেল ও মাইক্রোবাসযোগে মহড়া দিতে দেখা গেছে। বেলা পৌনে একটার দিকে ছাত্রদলের মোটর সাইকেল মহড়া টিএসসি'র সামনে থেকে একটি মাইক্রোবাস জোরপূর্বক থামিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকায় মহড়া চালিয়েছে।

ক্যাম্পাসে বহিরাগত অস্ত্রধারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্যদিকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা শরৎকালীন ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে হল ত্যাগ করছে।

বিভিন্ন ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনও ক্যাম্পাস বিস্ফোরণন্মুখ। যেকোন সময় ভয়াবহ সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলো সংঘর্ষের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ব্যাপক নিরাপত্তা প্রহরা নিয়োগ করা হয়েছে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো প্রবেশ পথে।